গাংনীর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইলিয়াস হোসেনের বিরুদ্ধে কর্মচারী নিয়োগ ও শিক্ষকদের বেতন বীলে স্বাক্ষর করার জন্য ১৬ লক্ষাধিক টাকা আদায় করার অভিযোগ এনে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী ও স্থানীয় সুধি মহল।

ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কমনরুমে গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন।

এসময় সহকারী প্রধান শিক্ষক শামীম হাসান, সহকারী শিক্ষক ফিরোজ হাসান, আব্দুল মোনেম, ইকবাল হোসেন হুছনিয়ারা খাতুন তাদের কাছ থেকে বেতন বীলে স্বাক্ষর করার অভিযোগ এনে জোর করে আড়াই লক্ষ টাকা ঘুঁষ নেওয়ার অভিযোগ আনেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে কাথুলি ইউনিয়নের ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) আনারুল ইসলামসহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন জানান, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শামীম হাসান, সহকারী শিক্ষক ফিরোজ হাসান, আব্দুল মোনেম, ইকবাল হোসেন ও মোছা: হুছনিয়ারা খাতুনের প্রথম বেতনের বীল উত্তোলন করার জন্য সভাপতির কাছে বেতন বীলে স্বাক্ষর করাতে গেলে স্বাক্ষরের পূর্বেই আড়াই লাখ টাকা দাবী করেন। তার দাবীকৃত টাকা না দিলে সেই সই করবে না বলে জানিয়ে দেন। পরে তাকে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে বেতন বীলে স্বাক্ষর করাতে বাধ্য হই ভুক্তভোগী শিক্ষকরা।

এছাড়া সহকারী শিক্ষক হুছাইন আলী, তৌহিদুল ইসলাম, মোছা: মমতাজ পারভীন, ও বাবুল হোসেনের উচ্চতর বেতন স্কেল পরিবর্তন করার জন্য স্বাক্ষর নিতে গেলে জন প্রতি ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৬০ হাজার টাকা উৎকোচ নিয়েছেন সভাপতি ইলিয়াছ হোসেন।

লিখিত বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক আরো জানান, বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মী মো: বৃটেন আলীকে নিয়োগ দিয়ে ৫ লাখ টাকা, অফিস সহায়ক তুহিন হোসেনকে নিয়োগ দিয়ে সাড়ে ৪ লাখ টাকা ও আয়া ফাতেমা খাতুনকে নিয়োগ দিয়ে সাড়ে ৪ লাখ টাকা ঘুঁষ নিয়েছেন ইলিয়াছ হোসেন।

দলীয় পদ পদবীর ক্ষমতা ভাঙিয়ে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইলিয়াছ হোসেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেনসহ শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে সব সময় অসাদাচারন করে থাকেন।

তারা কর্মচারী নিয়োগের জন্য নেওয়া ঘুঁষের টাকা ও সহকারী শিক্ষকদের কাছ থেকে জোর করে অবৈধভাবে হাতিয়ে নেওয়া সকল অর্থ ফেরৎ দানের জন্য আহবান জানান। উল্লেখ্য, ইলিয়াছ হোসেন কাথুলি ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের সাবেক সাধারণ সদস্য (মেম্বর)।

মেহেরপুরের সন্তান কথাসাহিত্যিক হাবিব আনিসুর রহমানের জন্মদিন আজ

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হাবিব আনিসুর রহমান মেহেরপুরের বল্লভপুর গ্রামে ১৯৫৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। । পিতা এস এম হাবিবুর রহমান, মা বেগম আশরাফুন্নেসা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৯ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করেন ।
দীর্ঘ ১০ বছর চট্টগ্রাম কলেজে ইতিহাসের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে যথাক্রমে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ও যশোর সরকারি এম এম কলেজে অধ্যাপনা করেন। ২০০৫ সালে প্রফেসর পদে পদোন্নতি পান। স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার পর ঢাকায় বসবাস। শুরু করেন লেখালেখির সঙ্গে ঘরসংসার । প্রচুর লিখে চলেছেন অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা ও পাক্ষিক শৈলীসহ প্রায় প্রতিটি জাতীয় দৈনিকে সাহিত্য পাতায় লিখছেন নিয়মিত প্রথম আলো, সমকাল কালের খেয়া, যুগান্তর, কালের কণ্ঠের ঈদ

সংখ্যা ও সাপ্তাহিক সাহিত্য সাময়িকীর পাতায়।
তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলো: গুলেনবারি সিনড্রোম ও অন্যান্য গল্প; অষ্টনাগ ষোলচিতি; পোড়ামাটির জিলাপি ও অন্যান্য গল্প; পক্ষি ও সারমেয় সমাচার। (উপন্যাস); পুষ্পরাজ সাহা লেন (উপন্যাস, শিখা। প্রকাশনী); আমাদের নতিপোতা গ্রামের ইতিহাস। (উপন্যাস); নেফারতিতি (উপন্যাস); কথা। উপকথা (উপন্যাস); রৌদ্র ও ত্রাতাগণ (মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস); বন্দিভুতের ফন্দি (কিশোরদের গল্প) ও। ছোটকু মোটকু (কিশোরদের গল্প)।

হাবিব আনিসুর রহমান তার লেখায় একই সঙ্গে শোষণে শাসনে পর্যদস্ত গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর। ‘পোড়খাওয়া জীবন এবং পুঁজির ঔরসজাত কদর্যেভরা অসুস্থ উন্মাদ নাগরিক জীবনের ছবি এঁকে যান স্বেচ্ছায়, নিজ দায়িত্নে; তৈরি করেন অন্য এক ভুবন। যেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের প্রকৃত চিত্র। লেখালেখির জন্যে তিনি ২০১১ সালে ‘জীবননগর সাহিত্য পরিষদ সম্মাননা’ এবং ২০১৫ সালে ‘কাঙাল হরিনাথ মজুমদার’ পদকে ভূষিত। হন। তিনি ভালোবাসেন বই পড়তে, লিখতে আর ‘সেতার শুনতে। সময় পেলে মুভি দেখেন।

গাংনীতে রমজানের শুরু থেকে বিদ্যুতের লো ভোল্টেজ ও লোডশেডিংয়ে অতিষ্ট গ্রাহক

রমজানের শুরু থেকে নিয়মিত লোডশেডিং আবার বিদ্যুৎ থাকলেও লো ভোল্টেজের কারণে ভোগান্তিতে পড়ছেন মেহেরপুরের গাংনীবাসী। লো ভোল্টেজের কারণে সেচযন্ত্র দিয়ে পর্যাপ্ত পানি ওঠে না। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, রমজান মাস শুরুর পর থেকে প্রতিদিনই ইফতার, তারাবিহর নামাজ ও সাহরির সময় লোডশেডিং যেন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের তথ্যানুযায়ি দুটি সাবস্টেশনের ৭টি ফিডারে ২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। গত চারদিন যাবত পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১৩ মেগাওয়াট। এই

অর্ধেক বিদ্যুৎ দিয়ে গোটা অঞ্চল চালাতে হচ্ছে পল্লী বিদ্যুত সমীতীর। ফলে দিনে রাতে সমানে লোড শেডিং ও লো ভোল্টেজ দেখা দিয়েছে।

ষোলটাকা ইউপির মাসুদ মেম্বর বলেন, প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে শতভাগ বিদ্যুৎ-সুবিধা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। বিদ্যুৎ বিভাগ থেকেও এর আগে বলা হয়েছে রমজান মাসের তিনটি সময় (ইফতার, তারাবিহর নামাজ ও সাহ্রি) কোনো লোডশেডিং থাকবে না। এরপরও কেন লোডশেডিং হচ্ছে বুঝতে পারছেন না।

কুঞ্জনগরের ধানচাষি রশিদ বলেন, লোডশেডিংয়ের পাশাপাশি লো ভোল্টেজের কারণে সেচপাম্পগুলোতে পানি উত্তোলন করা যাচ্ছে না। লো ভোল্টেজের কারণে অনেক পাম্প পুড়ে গেছে। সেচ নিশ্চিত করা না গেলে ফসলহানী ঘটবে। একই কথা জানালেন ধানচাষি শহড়াবাড়িয়া গ্রামের কিবরিয়া বিশ্বাস।

গ্রামাঞ্চলের লোকজনের অভিযোগ, শহরাঞ্চলে বসবাসকারী গ্রাহকরা বেশি বিদ্যুত সুবিধা পেয়ে থাকেন। গ্রামাঞ্চলের গ্রাহকদের দুর্ভোগ অনেকাংশেই বেশি। বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় মুসল্লিরা তীব্র গরমের মধ্যে তারাবিহর নামাজ আদায় করেন। আবার ইফতারের সময় বিদ্যুত পাওয়া যায় না। এমনি অভিযোগ করেছেন মটমুড়া গ্রামের তোফাজ্জেল।

কুঞ্জনগর জামে মসজিদের ইমাম সের আলী জানান, প্রচন্ড গরমের মাঝেও নামাজ আদায় করতে হয়। প্রতিদিন ইফতার সেহরী ও তারাবির নামাজের সময় বিদ্যুত থাকেনা। রোজার শুরু থেকেই এ অবস্থা। প্রতিবছরই এমন হয়। মধ্যরাতে লোডশেডিং দিলে ক্ষতি কী?

এ ব্যাপারে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ডিজিএম নাসিরুদ্দীন জানান, গ্যাস সংকটের কারণে বিদ্যুত উৎপাদন না হওয়ায় জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ কমে গেছে। ফলে চাহিদার তুলনায় অর্ধেক বিদ্যুত পাওয়া যাচ্ছে। আর সে অনুযায়ি লোডশেডিং দেয়া হচ্ছে সিডিউল অনুযায়ি। তবে তাড়াতাড়ি বিদ্যুত সমস্যার সমাধান হবে বলেও আশার বাণী শুনিয়েছেন তিনি।

মোবাইল ফোন মাদকাসক্তের মতই আরেক ধরণের ব্যাধি-ওসি আব্দুর রাজ্জাক

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, মোবাইল ফোন মাদকাসক্তের মতই আরেক ধরণের ব্যাধি। তাই শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে অত্যন্ত শর্তক থাকতে হবে।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চেয়েও বেশী সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের। আমাদের সমাজে নৈতিকতা একেবারেই উঠে গেছে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষকদের তাদের ছেলে মেয়েদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। নৈতিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠলে সমাজে থেকে অনিয়ম অনাচারসহ নানা ধরণের অপরাধ করে যাবে।

মঙ্গলবার সকালে গাংনীর গোপালনগর লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এসব কথা বলেন।

লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাসির উদ্দীন, পিএসআই উপপরিদর্শক তুষার আহম্মেদ, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন, বিএসসি শিক্ষক বিল্লাল হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক আমারুল্লাহ, কামাল হোসেন, নাজমুস সালেহীন, খেদের আলী দিপু প্রমুখ।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরো বলেন, বাল্য বিয়ে আমাদের সমাজের একটি ব্যাধি। সমাজকে বাঁচাতে বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হবে। এজন্য অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এক সাথে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, আমি যতদিন এ থানাতে থাকবো। এখানে কোনো ইভটিজিং হতে দেওয়া হবেনা। কেউ ইভটিজিং করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া

হবে।

তিনি মাদকের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী দিয়ে বলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মাঠে ময়দানে কাজ করছে। যারা মাদকের সাথে জড়িত হবে কাউকে ছাড় দেওয়া হবেনা।

তিনি এসময় সকল শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ারও আহবান জানান।

হাইকোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের সন্তান রুপক

চট্টগ্রাম সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক জেলা জজ এস.কে.এম. তোফায়েল হাসান ওরফে রুপককে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি মেহেরপুরের কৃতি সন্তান।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শেখ গোলাম মাহবুব স্বাক্ষরিত রোববার (৩ এপ্রিল) জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপনের তথ্য অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত এস.কে.এম. তোফায়েল হাসানকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করা হয়েছে। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে প্রেষণে নিয়োগের জন্য তাঁর চাকরি প্রধান বিচারপতির অধীন ন্যস্ত করা হয়েছে।

এদিকে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার জেলা ও দায়রা জজ রুহুল আমীনকে রাজবাড়ী জেলা ও দায়রা আদালতে নিয়োগ/বদলির জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার মো. গোলাম রব্বানী স্বাক্ষরিত পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

মেহেরপুরে চুরি হওয়া অটোরিক্সা উদ্ধার, আটক ২

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে চোরাই অটোরিক্সাসহ দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটকরা হলেন, মেহেরপুর নতুন পাড়ার মৃত আব্দুল মমিনের ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন ওরফে আলা (৪৫) এবং চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার মোহাম্মদ গ্রামের মৃত নুর বক্সের ছেলের রফিকুল ইসলাম ওরফে মিন্টু (৪৯)।

গতকাল মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর সদর থানার এস আই নজরুল ইসলাম। এসময় এএসআই শাকিল হোসেন, এএসআই শাহ জামালসহ পুলিশের একটি টিম অভিযানে অংশ নেন।

পুলিশ জানায়, মেহেরপুর থানার মামলা অনুযায়ী পুলিশ চুরি যাওয়া রিক্সা উদ্ধারের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। এর অংশ হিসেবে গতকাল ভোরে পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এবং চোরাই রিক্সাও উদ্ধার করা হয়। রিক্সার আনুমানিক মূল্য ৪৫০০০ (পঁয়তাল্লিশ) হাজার টাকা।

গাংনীতে এসি ল্যাণ্ড সেজে হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের

বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সেজে গাংনীর বেশ কয়েকটি হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের কাছে মোবাইল ফোনে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করেছে প্রতারক চক্র।
এর সাথে গাংনী উপজেলা স্যানেটারী অফিসার মশিউর রহমান সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ করেন ব্যবসায়ীরা।
গাংনী হোটেল রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দীন গাংনী সুইটস এর মালিক শাজাহান আলী জানান, ১১ টা ২০ মিনিটের দিকে গাংনী স্যানেটরি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান আমাদের কাছে গিয়ে তার নিজস্ব মোবাইল হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) র সাথে কথা বলেন। ফোনটি ধরার সাথে সাথে সহকারী কমিশনার ভূমি পরিচয় দিয়ে বলেন, আপনার মোবাইল নং দেন।
আমাদের মোবাইল নং তাকে দেওয়ার পর প্রতারক ০১৯২৩-৮৯১৬১৭ এবং ০১৯৩৩-২১২১২০ দুটি মোবাইল নং থেকে হোটেল রেস্তোরাঁর মালিক গাংনী আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক রাশেদুল ইসলামের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা, আব্দুল মালেক মিষ্টান্ন এন্ড ফল ভান্ডারের মালিক আব্দুল মালেকের কাছে ৫০ হাজার টাকা, গাংনী সুইটস এর মালিক শাজাহান আলীর কাছে ৪০ হাজার টাকা, সোবহান হোটেলের মালিকের কাছে মোটা অংকের টাকা দাবী করেন। ওই প্রতারক আমাদের বলে, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে ভ্রাম্যমান আদালতে বের হচ্ছি। আপনার দোকান খোলা রাখতে হলে টাকা বিকাশে দিয়ে দেন। বিকাশের দোকানে গিয়ে কল দেবেন। পরে কল দিলে সে কারো কাছ থেকে ৩০ ও কারোর কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবী করেন। তার দাবীকৃত টাকা না দিলে এসব হোটেল রেস্তোরাঁগুলো আগামী ৬ মাসের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে বলেও হুমকী দেই ওই প্রতারক।
হোটেল রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দী জানান, ঘটনাটি আমার কাছে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সাথে সাথে আমি গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি বিষয়টি কিছুই জানেননা এবং মোবাইল নং দুটি তার নয় বলে জানান। বিষয়টি নিয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ব্যবসায়ীদের আইনের আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেন।
এব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্যানেটারী পরিদর্শক মশিউর রহমান জানান, আমি ব্ল্যাক মেইলের শিকার। আমাকে সহকারী কমিশনার স্যার পরিচয়

দিয়ে দ্রুত হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের সাথে কথা বলিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন। আমি তখন তাদের কাছে গিয়ে আমার মোবাইল ফোন থেকে কথা বলিয়ে দিই। আমি স্যারের নির্দেশ পালনের জন্যই তাদের কাছে গেছি। সহকারী কমিশনারের বিকাশ নং এ ঘুঁষ দিতে হবে, না হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদের দোকান বন্ধ করে দেবেন, এটা নিয়মের মধ্যে আছে কিনা। তাছাড়া অপরিচিত মোবাইল নং দেখার পরেও হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকদের সাথে আপনার ফোন থেকে কথা বলিয়ে দিলেন কেনো? এসব প্রশ্নের জবাব মেলেনি তার কাছ থেকে।
তবে নিজের দোষ ঢাকতে ওই দুটি মোবাইল নং এর অজ্ঞাত মালিকের নামে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মশির রহমান।
এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, স্যানেটারী পরিদর্শক একজন সরকারী কর্মকর্তা। সরাসরি তার নামে মামলার বিধান নেই। তাই তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হতে পারে।

গাংনীতে বিশ্ব পানি দিবসের র্যালি ও আলোচনা সভা

‘ ভূ-গর্ভস্থ পানি, অদৃশ্য সম্পদ, দৃশ্যমান প্রভাব’ প্রতিপাদ্য নিয়ে গাংনীতে বিশ্ব পানি দিবস ২০২২ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্ত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পানি দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন।
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান কল্লোল,

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম,

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাংনী উপজেলার কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর হোসেন। বিশ্ব পানি দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সাসটেইনেবল ডেভেলোপমেন্ট গোল অর্জন করতে পানির অপচয় রোধ করতে হবে। এছাড়া পানি সম্পদ আইনের যথাযথ ব্যাবস্থা নিতে হবে।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে বিশ্ব পানি দিবস পালিত

র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে মুজিবনগরে ‘বিশ্ব পানি দিবস ২০২২’ পালিত হয়েছে। পানিসম্পদের সর্বাধিক গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি সারা বিশ্বে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় পালিত হয়।এ বছরের বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য হল ‘ভূগর্ভস্থ পানি: অদৃশ্য সম্পদ, দৃশ্যমান প্রভাব’। জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্ব পানি দিবস পালন করা হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেখানে পানিসম্পদের জন্য একটি বিশেষ দিন ঘোষণার দাবি তোলা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি পালিত হচ্ছে। এর পর থেকে এ দিবস পালনের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে সোমবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই জায়গায় এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে ভূগর্ভস্থ পানির গুরুত্ব ও প্রভাব এর উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়

এবং কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠিত হয়।মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায়, উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী শাহিন আক্তার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার শহিদুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।

মেহেরপুরের শালিকাতে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকাতে সড়ক দুর্ঘটনায় আছিম (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে।

রোববার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে রাধাকান্তপুর-দারিয়াপুর গ্রামের গোরস্থানের সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আছিম মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের ছলিম বিশ্বাসের ছেলে ও স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাগরিবের নামাজের পর আছিমতার বড় ভাইয়ের পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়। শালিকা গ্রাম থেকে রাধাকান্তপুর-দারিয়াপুর রাস্তায় উঠে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালায় সে।

এক পর্যায়ে মোটরসাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

পরে মাঠের কয়েক জন কৃষক দুর্ঘটনাটি দেখে গ্রামে খবর দিলে স্থানীয়রা তার মরদেহ উদ্ধার করে নিজ বাড়িতে নেন। মহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।